ডিফেন্সের পর এলকোর চিন্তা ডুডু

স্টাফ রিপোর্টার : এএফসি কাপের ম্যাচ খেলতে শনিবার রাতে সিঙ্গাপুর রওনা দিল ইস্টবেঙ্গল। তার আগে এদিন সকালে শেষ বার অনুশীলন করিয়ে নিলেন এলকো স্যাতোরি। কিতচি এফসি-র বিরুদ্ধে খেলা দল নিয়েই বালেস্তিয়ের খালসার বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছেন তিনি।

কথায় বলে নদীর এপার ভাঙে, ওপার গড়ে। এলকোকে দেখলে এখন চোখ বন্ধ করে সেই কথাই মনে পড়ে যায়। ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি দলের ডিফেন্স নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। প্রথম থেকেই বলে এসেছেন দল নিয়ে তাঁর প্রধান চিন্তা এই জায়গাতেই। শুরু থেকেই ডিফেন্স সংগঠিত করার দিকে জোর দিয়েছিলেন তিনি। আই লিগের ডেম্পো ম্যাচ ধরলে তিনটি ম্যাচ খেলার পর এখন ডিফেন্স নিয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত ইস্টবেঙ্গলের ডাচ কোচ। তবে এখন তাঁর চিন্তা ডুডুকে নিয়ে। র‍্যান্টি গোলের মধ্যে থাকলেও আইএসএল-এর পর থেকেই অফ ফর্মে রয়েছেন ডুডু। সিঙ্গাপুর রওনা হওয়ার আগে ঘরের মাঠে শেষ অনুশীলনে অনেকক্ষণ সময় দিলেন ডুডুকে। নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকারের সঙ্গে আলাদা করে ডেকে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে শুনিয়েও গেলেন সেই কথা। বললেন, "ডুডুর সঙ্গে কথা বলেছি। ওর উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ওর ক্ষমতা বা কোয়ালিটি নিয়ে আমার কোনও সংশয় নেই। যে কোনও ফুটবলারের এমন সময় যায়। একটা গোল পেয়ে গেলেই ও ছন্দে চলে আসবে।"

আগের ম্যাচে খেলা দলে চোট রয়েছে দীপক ও রবার্টের। তবে তাঁদের দলের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন এলকো। এদিন অনুশীলনের পর তিনি বলেন, "আমি রোটেশনে বিশ্বাসী নই। খুব কারণ না থাকলে দলে পরিবর্তন আনার পক্ষপাতীও নই। তাই ওরা দলের সঙ্গে যাচ্ছে।" ইতিমধ্যেই প্রতিপক্ষ সম্পর্কে হোম ওয়ার্ক করে ফেলেছেন এলকো। তাই খুব একটা চিন্তিত নন তিনি। এই প্রথমবার এএফসি কাপে খেলছে গতবারের সিঙ্গাপুর কাপের চ্যাম্পিয়নরা। নতুন টুর্নামেন্টের শুরুটা অবশ্য ভালভাবে করতে পারেনি তারা। আপাতত দু'টি ম্যাচ খেলে দু'টিতেই হারতে হয়েছে তাদের। গ্রুপের কঠিনতম দল কিতচির সঙ্গে যেখানে ড্র করেছে ইস্টবেঙ্গল সেখানে খালসা হেরেছে ০-৩ গোলে। তবে প্রথম ম্যাচে যাদের কাছে চার গোল খেয়েছে ইস্টবেঙ্গল সেই জহর ডারুলের কাছে নিজেদের অ্যাওয়ে ম্যাচে এক গোলে হেরেছে খালসা। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এলকো বললেন, "ওরা মূলত কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলে। আর তাই আমরা একটু সেফ। তবে এই ম্যাচেও হারলে ওদের দৌড় কার্যত শেষ হয়ে যাবে। তাই ওরা একটু চাপ দেবে। এই জায়গায় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।"

এএফসি কাপের এই ম্যাচের পরই আই লিগে টানা তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। তার আগে এএফসি কাপের অ্যাওয়ে ম্যাচে ভাল ফল হলে মনোবল বাড়বে অনেকটাই। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই এএফসি কাপের ম্যাচ খেলতে সিঙ্গাপুর রওনা দিল দল।

প্র্যাকটিসে ডুডুর সঙ্গে আলোচনায় এলকো। শনিবার। ইস্টবেঙ্গল প্র্যাকটিসে। —অচিন্ত্য রায়

সেরা কলকাতা

স্টাফ রিপোর্টার : গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা ইউনিয়ন স্পোর্টিং এবারও জুনিয়র নক-আউট চ্যাম্পিয়ন। শনিবার তারা ৭ উইকেট হারাল ইন্টারন্যাশনালকে। ইন্টারন্যাশনালের ১৪৪ রানের জবাবে কলকাতা ৩৮.৫ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। প্রথম ডিভিশনের প্লে অফ চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে জোড়া সেঞ্চুরি করলেন সায়ন মুখোপাধ্যায় (১২৪) ও আজমীর সিং (১০১)। ঐক্য ৩৭০ রান তুলেছে বেলগাছিয়ার বিরুদ্ধে। বি এন আর ৫১৬/৫ রান তোলে। শ্রেয়ান্স ঘোষ ১৪৭, সুরজিৎ দাস ১৫১। প্রথম ডিভিশন অবনমনের ম্যাচে উয়াড়ির তাহা তালি ২০৫ রান করেন। অগ্নিভ মুখোপাধ্যায় ১১৮ করেন। ডিকেএস ৮ উইকেটে হারাল সুবার্বনকে। পঙ্কজকুমার সিং ৫ উইকেট নেন।

ফের পিছোল

স্টাফ রিপোর্টার : ফের পিছিয়ে গেল নার্সারি লিগ। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে আইএফএ-র এই লিগের স্পনসর অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা ২১ মার্চ থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু করার জন্য সবুজ সঙ্কেত দেয়। ঠিক হয় মোহনবাগান মাঠে আগামী শনিবার থেকে শুরু হবে এই লিগ। সেদিন সেখানে হকির ফাইনাল। তা পিছিয়ে শুরু হবে ২৩ মার্চ।

খুদেরাও সফল

স্টাফ রিপোর্টার : সুন্দরবনের ফুটবলেও জয়জয়কার মোহনবাগান খুদেদের। শনিবার বনমল্লাখালিতে ছিল এক প্রদর্শনী ম্যাচ। প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা ছিল তারানগর যোগেন্দ্রনাথ হাইস্কুল। স্থানীয় সিনিয়র-জুনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়েছিলেন সংগঠকরা। তবু হার মানাতে পারেনি অনূর্ধ্ব ১৫ দলকে। ৫-০ গোলে জিতে যায় মোহনবাগান। গোলগুলি করেন, রহিম আলি, করমচাঁদ মুর্মু, সাহিদ মোল্লা ও অহন পাত্র (২)।

মঙ্গলে বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : দারুণ শুরু করা সত্ত্বেও এবারও খালি হাতেই বাংলাকে ফিরতে হয়েছে সন্তোষ ট্রফি থেকে। গ্রুপ লিগ থেকে বিদায় নেওয়ার পর দলের কোচ শিশির ঘোষ এবং ম্যানেজার তনুময় বসুকে বৈঠকে ডাকলেন আইএফএ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হবে এই বৈঠক।

নেপালিদের আবেগ, ফুটবলারদের সতর্ক করে দিলেন স্টিফেন

স্টাফ রিপোর্টার : নেপালিদের আবেগের কথা বলে দলকে সতর্ক করে দিলেন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন। শনিবার রাত আটটা নাগাদ দল কাঠমান্ডু পৌঁছয়। দুপুরে দল গুয়াহাটি থেকে রওনা দেয় দিল্লি। পরে সন্ধ্যার বিমানে দিল্লি থেকে উড়ে যায় নেপাল। তখনই নেপালিদের আবেগ নিয়ে বলেন কোচ। "নেপালিরা বড্ড আবেগ প্রবণ। মাঠে ভিড় করে আসবে খেলা দেখতে। সবসময় দলকে জেতানোর জন্য চিৎকার করবে। অতএব তোমরা সতর্ক থেক। জানি, তোমরা দর্শকের সামনে খেলতে অভ্যস্থ। সুতরাং নেপালিদের চিৎকার তোমাদের তেমন প্রভাবিত করতে পারবে না। তবু সতর্ক থেক।"

কনস্ট্যানটাইনের এই বার্তা ফুটবলারদের তেমন চিন্তায় ফেলেছে বলে মনে হল না। যদিও দিল্লি ছাড়ার আগে ফুটবলারদের অনেকেই বলে গেলেন তাঁরা স্টিফেনের কোচিং বেশ উপভোগ করেছেন। মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলা বারণ। তাই প্রকাশ্যে কোনও ফুটবলার মন্তব্য করছেন না। তবে কথা বললেই বোঝা যাচ্ছে, বিদেশি কোচকে পেয়ে তাঁরা কতটা খুশি। আসলে কোচিং-এর পাশাপাশি ম্যান ম্যানেজমেন্ট বেশ ভাল স্টিফেনের।

জাতীয় ক্যাম্পে অনেক সময় দেখা গিয়েছে কাঁধে হাত ফেলে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলতে। হাসি-ঠাট্টা করছেন। খারাপ পারফরমারদের কপালে জুটছে বকাঝকাও। আজ নেপালের পুলিশ মাঠে প্র্যাকটিসে নামবে ভারতীয় দল। দু'বেলা না একবেলা প্র্যাকটিস হবে, তা এখনও জানাননি কোচ। তবে প্রত্যেককে একটা কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন, খারাপ পারফরমারদের কোনও জায়গা নেই।

জাতীয় দলে এবার প্রথম এগারোজন এসেছেন। যারা কখনও জাতীয় দলের জার্সি পরেননি। সাতজন অবশ্য ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন। বাকি চারজনকেও তেমন হলে নেপালের মাঠে দেখে নেবেন। যদিও কাঠমান্ডুতে মনে হয়না প্রথম একাদশের কোনও পরিবর্তন ঘটবে। স্টিফেনের ইঙ্গিত তেমন-ই। বলবন্ত ও মন্দাররাওকে নেপালগামী দল থেকে বাদ দিয়েছেন স্টিফেন। মোহনবাগানের প্র্যাকটিসে বলবন্ত যোগ দেবেন মঙ্গলবার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অতীত, ফের স্বমহিমায় ফিরলেন মোরিনহো

লন্ডন, ১৪ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে হারার ক্ষত এখনও শুকায়নি। এর মধ্যেই নিজের পরের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছেন চেলসি ম্যানেজোর মোরিনহো। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, প্রিমিয়ার লিগ জিতবে চেলসিই।

ইপিএল-এ শীর্ষে চেলসি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যান সিটির থেকে এক ম্যাচ কম খেলে তাদের পয়েন্ট ৬৩। এই পরিস্থিতিতে রবিবার তারা নামছে সাউদাম্পটনের বিরুদ্ধে। তাঁর আগে মিডিয়ার সামনে ফের স্বমহিমায় চেলসি বস। বলে দিলেন, "আমাকে এখন আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে প্রশ্ন করে লাভ নেই। টানা আট ম্যাচ জিতে নক আউটে হেরেছি। এর থেকে পেলেগ্রিনি বা আর্সেন ওয়েঙ্গারের সঙ্গে কথা বলুন। ওরা এখনও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রয়েছে।" সরাসরি না গিয়ে, আর্সেনাল ও ম্যান সিটিকে যে ব্যঙ্গ করলেন সেটা বুঝতে বিশেষজ্ঞের দরকার পরে না।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে যাওয়ার দুঃখ যে দ্রুত ভুলতে চান সেটা চেলসি অনুশীলনেও পরিষ্কার। টেরি, কাহিলদের ঠাট্টা-ইয়ার্কির মেজাজেই পাওয়া গেল। সঙ্গে কড়া অনুশীলন। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে বারবার পাওয়া গেল মোরিনহোর কড়া মেজাজের স্বাদ। রবিবারের ম্যাচ নিয়ে বললেন, "এই দলটাই কিছুদিন আগে ক্যাপিটাল ওয়ান কাপ জিতেছে। সেই একই দল এবার ইপিএল জিততে মাঠে নামবে।"

একই দিনে অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠে টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে নামছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। দিন দু'এক আগে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আর্সেনালের কাছে হেরে এফএ কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভন গালের দল। স্পার্সদের বিরুদ্ধে নামার আগে অবশ্য বেশ আত্মবিশ্বাসী মেজাজেই পাওয়া গেল গালকে। বলে দিলেন, "আর্সেনালের কাছে হারের পর ছেলেরা কঠিন অনুশীলন করেছে। মাঠে ওদের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি খুশি।" ২৮ ম্যাচে ম্যান ইউয়ের পয়েন্ট ৫৩। টটেনহ্যাম জিতলে তারাও ৫৩ তে এসে দাঁড়াবে।

'ভুল ভেব না'

মাদ্রিদ, ১৪ মার্চ : ছবি ছিল এক। কিন্তু পরপর পয়েন্ট নষ্ট করায় তা বদলে অন্য চেহারা নিয়েছে। হয়তো ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলোত্তিরও। বলে দিলেন, ফুটবলাররা তাঁকে নরম মনের মানুষ ভাবলে ভুল করবেন।

ভিলারিয়ালের সঙ্গে ড্র, অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের কাছে হার। পরপর পয়েন্ট নষ্টের কারণে বার্সেলোনার কাছে স্প্যানিশ লা লিগার শীর্ষস্থান খোয়াতে হয়েছে রিয়ালকে। এর উপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ম্যাচে শালকের কাছে হারও রয়েছে। অতএব রিয়ালের সুখের সংসারে হঠাৎই অশান্তি। এই পরিস্থিতিতে তারা নামছে লেভান্তের বিরুদ্ধে।

জয় চাই। না হলে ফুটবলারদের নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পিছুপা হবেন না। আনচেলোত্তি যেন সেটাই ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। "আমি সব ফুটবলারের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশি, হাসি-ঠাট্টা করি। বুদ্ধিমানদের বুঝে যাওয়া উচিত কখন সিরিয়াস হতে হয়। যারা আমাকে নরম ধাঁচের মানুষ মনে করেন, তারা কিন্তু ভুল।" বলে দিলেন তিনি।

স্পোর্টিংয়ে সই ওডাফার

স্টাফ রিপোর্টার : ফের ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে ফিরতে চলেছেন ওডাফা ওকোলি। সোমবার থেকে স্পোর্টিং ক্লব দ্য গোয়ার অনুশীলনে নামতে চলেছেন কিং কোবরা। চোট-আঘাত সমস্যায় গত মরশুম ভুগতে হয়েছে ওডাফাকে। যার ফলে 'গাড্ডা'-য় পড়তে হয়েছিল তাঁর দল মোহনবাগানকেও। এর কারণে চলতি মরশুমে আর তাঁকে দলে রাখতে চায়নি গঙ্গাপারের ক্লাব। মোহনবাগান না রাখায় তিনি ফিরে যান গোয়ায়। সই করেন চার্চিল ব্রাদার্সে। আই লিগের ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার অবশ্য তার মাঝেও খুঁজছিলেন দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সুযোগ। ফেডারেশন কাপের সময় অনেকটাই ঝরঝরে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাঁকে। সেই সময় তো বটেই, আইএসএল শুরুর সময়ও বারবার একটি সুযোগের জন্য হা-হুতাশ করেছিলেন ওডাফা। অবশেষে পেয়ে গেলেন সেই সুযোগ। লাইবেরিয়ান স্ট্রাইকার বোইমা কারপেকে ছেড়ে দেয় স্পোর্টিং ক্লব দ্য গোয়া। তাঁর বদলে ওডাফাকে নেওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে স্পোর্টিং। তাদের অন্যতম শীর্ষকর্তা ভিক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি খবরের সত্যতা আংশিক স্বীকার করে নেন। বলেন, "ওডাফার সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে ঠিকই, তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি।" তিনি গোটা বিষয়টি স্বীকার না করলেও, স্পোর্টিং ক্লাব সূত্রের খবর সোমবার থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়ছেন কিং কোবরা। ২১ মার্চ ফের কলকাতায় দেখা যাবে তাঁর খেলা। যদিও মোহনবাগান নয়, সেদিন যুবভারতীতে স্পোর্টিংয়ের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। মহামেডানে সই করলেন বাংলার গোলরক্ষক রাজু গঙ্গোপাধ্যায়।

ক্ষুদিরামের বদলে দক্ষিণেশ্বর

স্টাফ রিপোর্টার : ছিল ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠান। স্থান পরিবর্তন করে তা হয়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। শনিবার বেঙ্গল ওলিম্পিক সংস্থার সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের পরিবর্তে জাতীয় গেমসে পুরস্কার প্রাপকদের হাতে স্মারকসহ চেক তুলে দেওয়া হবে দক্ষিণেশ্বরে। কেন? সামনে পুর নির্বাচন। এখন সরকারী অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে নির্বাচনী বিধির ব্যাপারটা চলে আসে। মঙ্গলবার দক্ষিণেশ্বরে এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠান শেষ করে ক্ষুদিরামে আসতে গেলে তাঁর অনেক দেরি হয়ে যেত। সেদিন যে কোনও একটা অনুষ্ঠান বাতিল করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে এক জায়গায় সব অনুষ্ঠানকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিওএ ঠিক করেছে, দুপুর বারোটা নাগাদ বাসে করে খেলোয়াড়দের দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হবে। অনুষ্ঠানের শেষে তাঁদের ফের পৌঁছে দেওয়া হবে নেতাজি ইনডোরেই। কেরল জাতীয় গেমসের আগে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল, পদক আনতে পারলে অ্যাথলিটদের হাতে তুলে দেওয়া হবে যথাক্রমে আর্থিক পুরস্কার। সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ প্রাপকরা পাবেন যথাক্রমে পাঁচ, তিন, দুই লাখ টাকা। এতদিন পর্যন্ত বাংলার খেলোয়াড়দের জন্য এত মোটা অর্থ পুরস্কার কোনওদিন ঘোষণা করেনি রাজ্য সরকার। এবার শুধু ঘোষণাই নয়, জাতীয় গেমস শেষ হওয়ার মাস দেড়েকের মধ্যে খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে আর্থিক পুরস্কারসহ মানপত্র, স্মারক। যারজন্য রাজ্য সরকারের খরচ হচ্ছে প্রায় এক কোটি তিরিশ লাখ টাকা।

বসে আঁকো : বেহালার পর্ণশ্রীর সাগর মান্না রোডে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়।

কলকাতা পৌরসংস্থা

পৌরবিষয়ক দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়
কলকাতা পৌরসংস্থার একটি প্রয়াস...
শহর কলকাতার হকার ভাই-বোনদের
আইনি স্বীকৃতি!

বিজ্ঞপ্তি
কলকাতার হকার ও নাগরিকদের জন্য "সুখবর"!

সারা দেশের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ-ই প্রথম রাজ্য যেখানে বৃহদাকারে ভেন্ডার/হকারদের নথিভুক্তির প্রক্রিয়া চালু করা হল

স্কিমের সুযোগসুবিধা/নিয়মাবলি:
১। হকার/ভেন্ডাররা আইনি স্বীকৃতি লাভ করবেন
২। মডেল স্টল নির্মাণ খরচে রাজ্য সরকার ৫০% অনুদান দেবে
৩। হকার/ভেন্ডাররা "স্টেট অ্যাসিস্টেড স্কিল অন প্রভিডেন্ট ফান্ড ফর আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার্স" (সাসপফাউ)-এর আওতায় বিমা সুরক্ষা পাবেন
৪। এই স্কিমের সুবিধা গ্রহণের জন্য এককালীন মাত্র ৩০ টাকার বিনিময়ে হকার/ভেন্ডাররা নথিভুক্ত হবেন
৫। এর সুবাদে ৬০ বছর বয়সে তাঁরা সুদসহ আসলের সমগ্র টাকা ফেরৎ পাবেন। কেউ যদি ১৮ বছর বয়সে স্কিমে যোগ দেন তবে তিনি ৬০ বছর বয়সে ২,৫০,০০০ টাকা ফেরৎ পাবেন। স্কিমের অন্তর্গত থাকাকালীন হকার/ভেন্ডারের স্বাভাবিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এককালীন ৫০,০০০ টাকা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে এককালীন ১,৫০,০০০ টাকা পাবেন
৬। পরিবার প্রতি বছরে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকার চিকিৎসার খরচ পাবেন
৭। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে তাঁদের ট্রেড লাইসেন্সও দেওয়া হবে
৮। হকার এবং স্টল মালিক/দোকানদারদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করা হবে
৯। কোনও দোকান বা বাড়ির প্রবেশ-বাহির পথ অধিকার করা যাবে না
১০। ফুটপাথে পথচারীদের সহজভাবে চলাচলের জন্য জায়গা খালি রাখতে হবে
১১। হকাররা যান চলাচলের রাস্তা কোনভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন না
১২। আবেদনের সময়সীমা
(ক) আবেদনের সময়কাল: ১৫ জুলাই, ২০১৫ - ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
(খ) 'এক জানালা' ভিত্তিতে কলকাতা পৌরসংস্থার এলাকায় বরো (১-১৫) বা কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৫ এস এন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩-র নির্দিষ্ট অফিসে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনেও আবেদন করা যাবে (www.kmchawkerbandhu.com)
(গ) নথিভুক্তির শংসাপত্র বিলি করা হবে ১৫ এপ্রিল, ২০১৬ (১লা বৈশাখ, ১৪২৩) থেকে
(ঘ) কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার হকার/ভেন্ডারদের তাঁদের স্টল/কিয়স্কের নকশা সংক্রান্ত ব্যাপারে বরো অফিস বা কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৫ এসএন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩-এ মতামত জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে

বিঃদ্রঃ: শুধুমাত্র হকার/ভেন্ডার নিজে সাদা কাগজে উল্লেখিত তথ্যসহ আবেদন করতে পারবেন

১) আবেদনকারীর নাম (শুধুমাত্র বিক্রেতার নাম) ২) পিতা/স্বামীর নাম, ৩) ঠিকানা (ওয়ার্ড নং, বরো নং, রাস্তা/পথ/গলি, নিকটবর্তী বাড়ির নং, নিকটবর্তী বাজারের নাম, থানা, ৪) বাড়ির ঠিকানা থানা সহ, ৫) পেশা/কিসের ব্যবসা, ৬) বর্তমান স্থানে বিক্রয়ের সময়কাল, ৭) ফোন/ই-মেল।

শুধুমাত্র দোকানদার/বিক্রেতার ক্ষেত্রে এই আবেদনপত্র প্রযোজ্য। প্রতিনিধি দ্বারা আবেদন করা যাবে না।

জমা দেওয়া আবশ্যিক: ১) দোকানদার/বিক্রেতার ২ খানি সাম্প্রতিকতম পাসপোর্ট ফোটো, ২) দোকান/স্টলের পোস্টকার্ড সাইজ ফোটো ৩) দোকানদার/বিক্রেতার এপিক/আধার কার্ড।

পৌর মহাধ্যক্ষ

বিশদ জানতে ফোন করুন: ১৮০০ ৩৪৫ ৩৩৭৫ (টোল ফ্রি), ২২২৬ ৯৯০৯, ২২৮৬ ১২১২ বা দেখুন: www.kmchawkerbandhu.com

শুধুমাত্র পুরোনো ও বর্তমান (Existing) হকারদের জন্য প্রযোজ্য।
কোনও নতুন হকারকে নথিভুক্ত করা হবে না।

1553/14-15